কুতুপালংয়ের সীমানা

মওদুদ রহমান

যুবায়েরের গলায় ফিতা পেঁচানো আইডি কার্ড। কোলে ঘুমিয়ে পড়া সন্তানের বয়স পাঁচ কি ছয় হবে। কতক্ষণ ধরে লাইনে আছেন? জানার চেষ্টা করতেই বললেন, 'দুই ঘণ্টা।' ঘড়িতে তখন বাজে প্রায় আড়াইটা। আপনার পরিবারের বাকি সবাই কোথায়? জানতে চাইলে পেছনে দাঁড়ানো তাঁর বোনকে দেখালেন। ভাষা বুঝতে আমার সমস্যা হচ্ছে দেখে নিজে থেকেই সাহায্য করতে শুরু করলেন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মো. শামীম। শামীম বাংলাদেশে এসেছেন ২০১২ সালে। এরপর আর একটিবারের জন্যও যেতে পারেননি মিয়ানমারে। খবর পেয়েছিলেন, বাবাকে নাকি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ধরে নিয়ে গেছে। তাঁর মা-বোন-ভাই-ভাবি এক মাস আগেই রওনা দিয়েছেন বলে শুনেছিলেন। কিন্তু এখনও তাঁদের কোনো খোঁজ মেলেনি। তাই তিনি দিনের বেলা ঘুরে বেড়ান এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে, আর রাতে ক্যাম্পের এক গুদামঘরের পাহারাদারের কাজ করেন। পাঁচ বছরে বাংলা ভাষাটা বেশ ভালোই রপ্ত করে নিয়েছেন। তাঁদের সাথে দাঁড়ালাম প্রায় দশ মিনিট। লাইন এতটুকুও আগে বাড়েনি। এরই মাঝে যুবায়েরের কোলের সন্তান ঘুম থেকে জেগে উঠে কান্না শুরু করে দিয়েছে। হাতে থাকা রেশন কার্ড বোনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে যুবায়ের কাদামাটির সড়ক ধরে হাঁটা শুরু করলেন ছেলেটাকে মায়ের কোলে তুলে দেবেন বলে। কথা বলতে বলতে আমি আর শামীমও এসে পড়লাম যুবায়েরের ঘরের সামনে। আসলে এটা যতটা না ঘর, তার চেয়ে ঘর বানানোর চেষ্টাটা বেশি। সেখানে কোনো জানালা নেই। আর দরজার জায়গায় রয়েছে পরনের শাড়ি। ঘরে ঢোকার মুখেই কাদাপানির ঢল। একটু দূরেই একজন বালতি থেকে পানি নিয়ে গা ধোয়ার চেষ্টা করছে। আর সেই পানি যুবায়েরের ঘরের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে ঢালের দিকে। জানলাম, এই জায়গাটাই নাকি সবচেয়ে ভালো। এখানে ঘর তুলতে যুবায়েরের বড় ভাই ইব্রাহীম বারো হাজার টাকা খরচ করেছেন। কিছু টাকা নিয়েছেন স্থানীয় প্রভাবশালী কোনো একজন। ঘরের পেছনের দিক থেকে খাড়াভাবে উঠে গেছে পাহাড়ের গা। প্রায় বিশ ফুট উঁচুতে দেখলাম একটি টয়লেট করা হয়েছে। গতকাল রাতের বৃষ্টিতে ঘরের ভেতর কাদাপানিতে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে ছিল। সারা রাত তাঁদের কেটেছে দাঁড়িয়ে থেকে।

আসলে এটা যতটা না ঘর, তার চেয়ে ঘর বানানোর চেষ্টাটা বেশি। সেখানে কোনো জানালা নেই। আর দরজার জায়গায় রয়েছে পরনের শাড়ি। ঘরে ঢোকার মুখেই কাদাপানির ঢল। একটু দূরেই একজন বালতি থেকে পানি নিয়ে গা ধোয়ার চেষ্টা করছে। আর সেই পানি যুবায়েরের ঘরের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে ঢালের দিকে। জানলাম, এই জায়গাটাই নাকি সবচেয়ে ভালো।

যুবায়েররা তিন ভাই। বড় ভাই ইব্রাহীমের ছিল বিশ কানি জমি, মাছের ঘের। বাড়িতে ছিল দুধেল গাই। বড় উঠানসমেত দোতলা বাড়ির ভিডিও যখন যুবায়ের তাঁর মোবাইলে আমাকে দেখাচ্ছিলেন, তখন পরিবারের সবাই সেই মোবাইল ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো বা ফেলে আসা ঘর, দোলনা ঝোলানো উঠান আর ঘরের পাশের সবজিবাগানের শেষ স্মৃতিটুকু মোবাইলে দেখে মনের মধ্যে আরও ভালো করে গেঁথে নিচ্ছিল। তাঁদের পরে আশপাশের গ্রাম থেকে যারা এসেছে তাদের থেকে শুনেছেন, বাড়িটা নাকি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইব্রাহীম প্রায় পাঁচ বছর সৌদি আরবে ছিলেন। তাঁর নিয়ে আসা টাকায় কাঁচা ঘর ভেঙে দোতলা দালান উঠেছিল। রোষের আগুনে সেই দালান এখন কয়লার শ্মশানে পরিণত হয়েছে। পুরো পরিবার দশ হাজার টাকা খরচ করে নৌকায় চেপে এপারে এসেছে সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখে। যুবায়েরের ছোট ভাইয়ের নাম মো. আলম। সে পড়ত স্কুলে। জানাল, তাদের স্কুলে মেয়েরা বড়জোর ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়তে পারত। আর মুসলমান ছেলেরা ক্লাস টেন পর্যন্ত। স্কুলে কোনো বৌদ্ধ সহপাঠী আলমের সাথে কথা বলত না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই পরিবারের কেউই ইয়াঙ্গুন শহর দেখেননি। কিন্তু ইব্রাহীম এর আগে কয়েকবার চিকিৎসা নিতে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। কথা বলতে বলতেই লাইনে দাঁড় করিয়ে আসা রাবেয়া প্লাস্টিকের ব্যাগে করে ডাল, খেজুর আর তেল নিয়ে হাজির। সাথে বড় এক প্যাকেট মুড়ি। জানাল–চাল শেষ, তাই সবাইকে এখন মুড়ি দেয়া হচ্ছে। প্রতি পাঁচ দিনে একবার কার্ড দেখে খাবার দেয়া হয় বলে জানাল। বারোজনের পরিবার এই খাবারে চলে না। সাথে করে নিয়ে আসা টাকা ভেঙে ইব্রাহীম চাল কেনেন, আলু কেনেন আর মাঝে মাঝে কেনেন শুঁটকি মাছ। এভাবেই পার করে দিয়েছেন প্রায় দেড় মাস। এরই মাঝে স্ত্রীর সব অলংকার স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কাছে চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন। কিন্তু সাথে থাকা এই সামান্য টাকায় এত বড় সংসার যে আর বেশিদিন এভাবে চলবে না, এটা মনে হলো পরিবারের সবাই বুঝে গেছে। ভাতের বায়না ধরে যুবায়েরের কোলে কাঁদতে থাকা শিশুটিকে দেখলাম এরই মাঝে প্যাকেটের মুড়ি খেতে শুরু করে দিয়েছে।

কুতুপালং ক্যাম্প থেকে আঞ্জুমানপাড়া সীমান্তের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার দুপাশ ধরে মানুষের লাইন দেখা গেল। কাদামাখা রাস্তা, দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয়া বৃষ্টির বাধা–কোনো কিছুই তাঁদের থামাতে পারছে না। মায়ের কোলে সন্তান, ছয় কি সাত বছর বয়সী দুই শিশুর কাঁধে ঝোলানো ঝুড়িতে ওদের চেয়ে বয়সে ছোট আরেক শিশু। ছেলের কাঁধে বৃদ্ধ বাবা–সবাই প্রাণপনে ছুটে চলছে সামনে। আপনি কোথায় যাবেন? জিজ্ঞেস করলে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই জবাবটা একই পাওয়া গেল–'সামনে।'

আঞ্জুমানপাড়া সীমান্ত দিয়ে গত দুই দিন মানুষদের প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। অবশেষে দেখলাম বিদেশি সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের চকচকে গাড়িগুলো সামনে রেখে ঘুনধুম সীমান্ত চেক পোস্ট থেকে মানুষবোঝাই ট্রাকের বহর যাচ্ছে কুতুপালং ক্যাম্পের দিকে। সীমানার প্রান্তে আগুন লাগানো বাড়িগুলো থেকে তখনও দেখলাম ধোঁয়া উঠছে। সীমান্ত চেক পোস্ট লাগোয়া বাজারের নাম বটতলী। মুদি দোকানে ঝোলানো সাগর কলা কিনতে গিয়ে জানলাম, হালি ২৮ টাকা। এর এক দিন পর ঢাকার কয়েকজন কলা বিক্রেতার থেকে জেনেছিলাম, ওই সময় কলার দাম ছিল ১৬ থেকে ১৮ টাকা। বুঝতে পারছিলাম, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি থেকে শুরু করে সুযোগ সন্ধানী মুদি

দোকানি–সবাই এই সুযোগে কিছু বাড়তি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। ইব্রাহীমের পলিথিনে ঘেরা নড়বড়ে ঘর তুলতে বারো হাজার টাকা খরচ হওয়া অঙ্কের ধাঁধাটাও তখন মিলে গেল। স্থানীয়রা জানাল তাদের প্রতিদিনকার দরকারি জিনিসপত্রের বাজারদর বেড়ে যাওয়ার কথা। এমনকি পালংখালী থেকে উখিয়া যেতে সিএনজিভাড়া ত্রিশ টাকা থেকে একধাক্কায় বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে বলেও জানা গেল। ঘর তৈরির জন্য একেকটি বাঁশ বিক্রি হচ্ছে একশ টাকা দরে। হাজার হাজার রোহিঙ্গা মজুরের স্রোতে স্থানীয় মজুরদের কাজ নাই হয়ে গেছে বলেও শুনলাম। পেঁয়াজ, আলু, কাঁচা মরিচ আর চালের দামের লাগামছাড়া বৃদ্ধির জন্য সবাই রোহিঙ্গাদের দুষতে লাগল। কিন্তু ঢাকার বাজারেও যে চাল সত্তর টাকা আর কাঁচা মরিচের কেজি দুইশ টাকা ছাঁড়িয়েছে তা বলার পরও তাদের অভিযোগের ফিরিস্তি থামল না।

স্থানীয়রা জানাল তাদের প্রতিদিনকার দরকারি জিনিসপত্রের বাজারদর বেড়ে যাওয়ার কথা। এমনকি পালংখালী থেকে উখিয়া যেতে সিএনজিভাড়া ত্রিশ টাকা থেকে একধাক্কায় বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে বলেও জানা গেল। ঘর তৈরির জন্য একেকটি বাঁশ বিক্রি হচ্ছে এক শ টাকা দরে। হাজার হাজার রোহিঙ্গা মজুরের স্রোতে স্থানীয় মজুরদের কাজ নাই হয়ে গেছে বলেও শুনলাম।

২৫ আগস্টের এতদিন পরও কেন এই অঞ্চলে চাহিদা আর জোগানের ভারসাম্য তৈরি করা গেল না, কেন এলাকার স্থানীয় অভিযোগগুলো প্রশাসন আমলে নিল না তা বুঝতে বেশি কষ্ট হলো না। এদেশে বাঁধ নির্মাণের কোটি টাকার দুর্নীতির দায় ইঁদুরের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মন্ত্রী পার পেয়ে যান! বাংলাদেশের এখনকার যাবতীয় সমস্যার দায় রোহিঙ্গাদের ঘাড়ে যাঁরা উঠিয়ে দিচ্ছেন, তাঁরাও হয়তো পার পেয়ে যাবেন!

বাংলাদেশের জমিনে রোহিঙ্গাদের শরণার্থী জীবনের শুরু ১৯৭৮-৭৯ সালে। এর পর থেকে দিন যত গড়িয়েছে, ওদের গলায় পরানো ফাঁসের রশির টানও একটু একটু করে বেড়েছে। আশির দশকের শুরুতে নাগরিকত্ব বাতিল করা আইন হয়েছে। নব্বইয়ের শুরুতে আবার চালানো 'ঝেঁটিয়ে বিদায়' প্রজেক্টের দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশে এসেছে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শত্রু বানিয়ে সবাইকে ব্যস্ত রাখার কৌশলের নানা আয়োজনে সেখানে রোহিঙ্গা বিদ্বেষের ভিত গেড়ে দেয়া হয়েছে পুরো সমাজে। মিয়ানমারের গোয়েবলসীয় প্রচারণায় এ সময়ের রোহিঙ্গা তাই হয়ে উঠেছে চল্লিশের দশকের ইহুদি। সে সময় হিটলার তৈরি করেছিল 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প', আর মিয়ানমারের আছে কাঁটাতারে ঘেরা কমপক্ষে দুটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যেখানে ঘরপোড়া রোহিঙ্গাদের প্রাণী হিসেবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, মানুষ হিসেবে নয়। যে সুযোগসন্ধানীরা এখন মানবতা নিলামের টেবিলে উঠিয়েছেন, তাঁদের সচেতনতা এতদিন কোথায় ছিল? যাঁরা এখন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে প্রচার করছেন, তাঁরা এতদিন কোন নিরাপদ ঢিবির তলে মাথা গুঁজে ছিলেন? পাশের ঘরে যে দানবীয় আগ্রাসনের দিকে পেছন ফিরে আমরা কাটিয়ে দিলাম কয়েক যুগ, সেই দানব এখন অস্বীকারের চাদর ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেও মূল সমস্যা আড়াল করতে মিথ্যা গল্প বেচাবিক্রি চলছেই। অজ্ঞানতার আফিমে ঘুমিয়ে থাকা সাংবাদিকরা এখন হঠাৎ করেই পরিবেশসচেতন রিপোর্ট করছেন, হিসাব কষে দেখিয়ে দিচ্ছেন রোহিঙ্গারা কত কেজি কাঠ পুড়ছে, আর কতজন ক্ষেতের আইলে হাগছে।

পাহাড় কেনাবেচা করা রাজনীতিকরা এখন কোনো সমস্যা না, সমস্যা হলো এই পাহাড়ে পলিথিনের নিচে আশ্রয় খোঁজা ইব্রাহীমের পরিবার! ইয়াবাসম্রাট বদি এখন আর কোনো সমস্যা না, ক্যাম্প এলাকায় ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়া রোহিঙ্গা কিশোরই এখন বাংলাদেশে মাদক সাপ্লাইয়ের নতুন 'ডন'! সুন্দরবনের সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে থাকা ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের শিল্প-কারখানা এখন আর কোনো ব্যাপার না, রামপাল প্রকল্প পরিবেশের জন্য এখন আর ততটা খারাপ না! বারো দিন হেঁটে সীমানা পাড়ি দিয়ে টিভি সেন্টারের কাছে 'এলিফ্যান্ট করিডরে' শুয়ে পড়া গর্ভবতী রাহেলাই বর্তমান বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি!

পাহাড় কেনাবেচা করা রাজনীতিকরা এখন কোনো সমস্যা না, সমস্যা হলো এই পাহাড়ে পলিথিনের নিচে আশ্রয় খোঁজা ইব্রাহীমের পরিবার! ইয়াবাসম্রাট বদি এখন আর কোনো সমস্যা না, ক্যাম্প এলাকায় ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়া রোহিঙ্গা কিশোরই এখন বাংলাদেশে মাদক সাপ্লাইয়ের নতুন 'ডন'! সুন্দরবনের সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে থাকা ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের শিল্প-কারখানা এখন আর কোনো ব্যাপার না, রামপাল প্রকল্প পরিবেশের জন্য এখন আর ততটা খারাপ না! বারো দিন হেঁটে সীমানা পাড়ি দিয়ে টিভি সেন্টারের কাছে 'এলিফ্যান্ট করিডরে' শুয়ে পড়া গর্ভবতী রাহেলাই বর্তমান বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি!

রোহিঙ্গাদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর কুৎসা রটনায় যাঁরা ইতিমধ্যেই নিজেদের রাজা ফার্দিনান্দ বলে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন, তাঁরা যে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে অনিরাপদ আর দূষিত নগরী ঢাকার বাসিন্দা, সেটা হয়তো ভুলে গেছেন! এই ল্যাংটো রাজাদের হারানোর কিছু নেই। কিন্তু আমাদের চিৎকার করে বলার আছে–'রাজা, চেয়ে দেখ! তোর নিজের পোশাক নেই।'

কুতুপালং ক্যাম্পে চালের লম্বা লাইনে দাঁড়ানো কিশোরী রাবেয়ার জীবনের সাথে ভাতের ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করা শেরপুরের কণিকার জীবনের কোনো পার্থক্য নেই। দুই সপ্তাহ ছেলের কাঁধে চড়ে প্রাণে বেঁচে আসা রফিক মিয়া বৃষ্টিভেজা হিমশীতল মাটিতে শুয়ে ভুগছেন শ্বাসকষ্টের নরকযন্ত্রণায়, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকায় এক মাতৃসদন থেকে টাকা না থাকায় গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া পারভীন হাসপাতাল গেটের বাইরে প্রসবযন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সবাইকে সাক্ষী রেখে রাস্তায় জন্ম দিচ্ছেন মৃত সন্তান। বাস্তুচ্যুত হয়ে রোহিঙ্গারা যখন আশ্রয় নিচ্ছে বাংলাদেশে, ঠিক সেই সময়ে ভিটামাটি বেচে দিয়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বাংলাদেশি তরুণ-যুবক প্রাণটাকে হাতে নিয়ে লিবিয়ার বন্দর থেকে গাদাগাদি করে নৌকায় চেপে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার যুদ্ধ করছে ইউরোপ পৌঁছবে বলে।

কুতুপালং ক্যাম্পের খবর বেচা যায়, কিন্তু স্বেচ্ছায় শরণার্থী জীবন বরণ করতে চাওয়া লাখ লাখ বাংলাদেশি নারী-পুরুষের জীবন ক্যামেরার ফোকাসে আসে না। রোহিঙ্গারা কেন এত বেশি সন্তান জন্ম

দেয়–এ নিয়ে টক শো হচ্ছে, সামনে হয়তো ওয়েস্টিন কিংবা র‍্যাডিসনে সভা-সেমিনারও হবে। কিন্তু বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যুহার পৃথিবীতে কেন এত বেশি–এটা নিয়ে কর্পোরেট-এনজিওর কোনো মাথাব্যথা নেই।

কুতুপালং ক্যাম্পের জীবনের বিস্তার আমাদের মাঝে অনেক আগে থেকেই ছিল, এখনও আছে; কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে, এর কার্যকারণ অনুসন্ধানে তাঁদের যত ভয়, ঠিক ততটাই আনন্দ রোহিঙ্গাদের সকল সমস্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে 'প্রক্সিওয়ার' সেটে আমাদের বৃত্তবন্দি করে ফেলায়। বাংলাদেশি ক্যাম্প বনাম রোহিঙ্গা ক্যাম্পের খেলা তাঁরা গ্যালারি থেকে দেখছেন। আমাদের অস্থির জীবনের ব্যস্ততার আড়ালে তাঁরা কেউ গদি রক্ষার, আবার কেউ বা গদি হাতানোর ছক কাটছেন। এই কূটনীতিপাশার চাল উল্টে দিতে প্রকৃত সমস্যার দিকে আঙ্গুল তোলার কোনো বিকল্প নেই। কুতুপালং ক্যাম্পের জীবনের সাথে ক্যাম্পের বাইরের আমাদের জীবনের মোটা দাগে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

> হাসপাতাল গেটের বাইরে প্রসবযন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সবাইকে সাক্ষী রেখে রাস্তায় জন্ম দিচ্ছেন মৃত সন্তান। বাস্তুচ্যুত হয়ে রোহিঙ্গারা যখন আশ্রয় নিচ্ছে বাংলাদেশে, ঠিক সেই সময়ে ভিটামাটি বেচে দিয়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বাংলাদেশি তরুণ-যুবক প্রাণটাকে হাতে নিয়ে লিবিয়ার বন্দর থেকে গাদাগাদি করে নৌকায় চেপে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার যুদ্ধ করছে ইউরোপ পৌঁছবে বলে।

পরিশিষ্ট : ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত কক্সবাজারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আট লাখ ছাড়িয়েছে, যাদের মধ্যে সাড়ে ছয় লাখ মানুষ ২৫ আগস্টের পর সীমানা পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে এসেছে এবং তা এখনও অব্যাহত আছে। সব মিলিয়ে বর্তমানে মিয়ানমারের প্রায় দশ লাখ নাগরিক বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে অবস্থান করছে। মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে চলমান নিধনযজ্ঞ বন্ধ করা এবং পূর্ণ নাগরিকত্ব দিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষদের ফিরিয়ে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ২৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব ১২২ ভোটে পাস হয়। অবশ্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ভোট দেয় দশটি দেশ, যার মধ্যে আছে চীন, রাশিয়া, জিম্বাবুয়ে ও সিরিয়া। চীন ও রাশিয়ার বিরোধিতার কারণে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে এখন পর্যন্ত মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব পাস করা যায়নি। এর আগে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে জাতিসংঘ নিযুক্ত তদন্তকারীর মাধ্যমে মিয়ানমারে সংঘটিত অপরাধ তদন্ত এবং এর সুষ্ঠু বিচার দাবি করে বাংলাদেশের আনীত একটি প্রস্তাব পাস হয়। কিন্তু ওই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তখনও ভোট দেয় চীন, আর ভোটদানে বিরত থাকে ভারত।

২২ থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলীর মিয়ানমার সফরকালে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়, যদিও ওই সমঝোতা স্মারকের শিরোনামে 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি এবং এই প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমাও উল্লেখ করা হয়নি। এর আগে অক্টোবর মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তিন দিনের মিয়ানমার সফর করেন, যেখানে দেশটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে দুই পক্ষ দশ দফা প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিন্তু এক দিন পরই মিয়ানমার তাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এককভাবে নিজেদের মতো করে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, যাতে বৈঠকের কিছু সিদ্ধান্ত বাদ দেয়া হয়!

মওদুদ রহমান: লেখক, প্রকৌশলী
ইমেইল: *mowdudur@gmail.com*

মুনাফার মার্জিন এবং ব্যবহৃত সম্পদ ও ইকুইটির বিপরীতে মুনাফা—সব দিক থেকেই দেশের অন্য সব খাতের চেয়ে এগিয়ে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদকরা। দেশের অন্যান্য খাতের প্রথম সারির তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর গড়ের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ পর্যন্ত ইকুইটির বিপরীতে মুনাফা করছে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো। এমনকি এ খাতের বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক গড়ের তুলনায়ও অনেক এগিয়ে স্থানীয় এসব কোম্পানি

সূত্র: বনিকবার্তা, ৪ ডিসেম্বর ২০১৭